রাতের আধারে অহরহ ঘটছে বাল্যবিয়ে

বাল্য বিয়ে মুক্ত জেলা ঘোষণার চার বছর হতে চললেও মেহেরপুরের গ্রাম গুলোতে বেড়েছে বাল্য বিয়ে। বাল্য বিয়ে সমপন্ন করতে অভিভাবকরা অবলম্বন করছে অভিনব কৌশল। বাল্য বিয়ের তালিকায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের সংখ্যায় বেশি। নাম মাত্র মাওলানা দিয়ে এই বিয়ের কাজ সেরে ফেলছে মেয়ের স্বজনরা। কখনো কখনো মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের।

২০১৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচীব শফিউল আজম মেহেরপুর ষ্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত এক সমাবেসে মেহেরপুর জেলা কে বাল্য বিয়ে মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা দেন। তৎকালীন জেলঅ প্রশাসক শফিকুল ইসলামের নিরন্তর প্রচেষ্টায় ঐ সময় বাল্য বিয়ে শূন্যের কোঠায় নেমে এসে ছিলো। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসনের চোঁখ ফাকি দিয়ে কিছু অসাধু ঘটক ও কাজী রেজিষ্ট্রেশন ছাড়াই এ সকল বিয়ে হয়ে কার্য সম্পন্ন করছেন বলে বিভিন্ন ম্ধ্যমে জানা গেছে। বাল্য বিয়ে দেওয়ার দায়ে প্রশাসনের উদ্যোগে জেল-জরিমানা করা হলেও কোন ভাবেই থামছে না এই অপরাধ।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখা যায় গত বছর ও চলতি বছরেই বেশ কয়েক জায়গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাধ্যমে বাল্য বিয়ে দেওয়ার অভিযোগে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২০১৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সদর উপজেলার আমঝুপিতে বাল্য বিয়ের দায়ে বরের ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

একই মাসের ২৮ তারিখে গাংনীর রামকৃষ্ণপুর গ্রামে বর ও বরের পিতাকে অর্থ দন্ড দেওয়া হয়। গাংনী উপজেলার চানপুর গ্রামে অভিনব কায়দায় বাল্য বিয়ের খপ্পরে পড়ে একুল ওকুল দুই কুলই হারিয়েছে ৮ম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক মেয়ে। চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি বাল্য বিয়ের দায়ে কনের দাদা ও হুজুরের অর্থদন্ড করা হয়। বল্য বিয়ে প্রতিরোধে প্রশাসনকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে দেখা গেলেও রাতের আধারে অহরহ হয়ে যাচ্ছে বাল্য বিয়ে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়,

৮ম থেকে এসএসসি পর্যন্ত অনেক মেয়ে বিবাহিত। আবার কারও হাতে আংটি পরানো আছে বিয়ে হবে বলে।
দারিদ্ররতা, জেএসসি, এসএসসি ফেল ও অসৎ সঙ্গে বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি কারনে বাল্য বিয়ে বেশি হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার সর্তে বেশ কয়েকজন বিবাহিত শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, অনেকটা বাধ্য হয়েই তাদের বিয়ের পিড়িতে বসতে হয়েছে। ভালো ছেলে আর পাওয়া যাবে না, বিয়ের পরও পড়া শুনা করা যায় এমন নানা কথা বলে আমাদের রাজি করানো হয়েছে।

শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী দু- এক বছর সংসার করে ডিভোর্স হয়ে পূনরাই স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমান জানান, অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হলে অনেক ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে বোঝাপাড়া খুব বেশি মধুর হয়না। কয়েক মাস আবেগের সাথে সংসার করে পরবর্তিতে আর ভালো লাগে না। ফলে অকালেই তাদের ডির্ভোসের মত সিদ্ধান্ত বেছে নিতে হয়। আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ও আমি ব্যাক্তিগত ভাবেও বাল্য বিয়ের তীব্র প্রতিবাদ করি। কিন্তু তারপরও আমাদের অজান্তেই অনেক বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

সীমান্ত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ বলেন, বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করছি কিন্তু পেরে উঠছি না। কথাটা বলতে খারাপ লাগলেও সত্য, অনেক নাবালিকা বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে যারা নিজের ভালো মন্দ কিছুই বোঝে না। আমরা অভিভাবক সমাবেশে বাল্য বিয়ের কথাটা জোর দিয়ে বলি তাতেও কোন লাভ হয় না।

বেশ কয়েকজন অভিভাবক জানান, বাল্য বিয়ে অপরাধ আমরা জানি। কিন্তু বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে মেয়ের উপর আমাদের ভরসা কমে গেছে। তারা বিভিন্ন অসৎ সঙ্গে অপ্রাপ্ত বয়সে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। নিজেদের মান সম্মানের কথা ভেবে ভালো কোন ছেলে পাওয়া গেলে বয়সের দিকে না তাকিয়ে বিয়ে দিয়ে দিই।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, যে বাল্য বিয়ে গুলো হচ্ছে সে গুলো অতি গোপনে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাল্য বিয়ে বন্ধে অভিযান চলমান রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৩ বিঘা জমির পান খেত তছরুপাত

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদি গ্রামে কৃষকের ৩ তিন বিঘা জমির পান ক্ষেত কেটে সাবাড় করে দিয়েছে ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসিরা। ঘটনাটি ঘটেছে আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদি পূর্বপাড়া মাঠে।

গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে। জানাগেছে, ভোগাইল বগাদি গ্রামের ঐ জমি নিয়ে দুইপক্ষের মাধ্যে কোর্টে মামলা চলছিল, প্রথম পক্ষ ক্ষমতার জোরে জমির মালিক মৃত জব্বার মন্ডল ও ভাদু মণ্ডল, জুবের মণ্ডলের ছেলে আব্দুল খালেক বলেন, এই জমি আমার বাবার জমি এবং দ্বিতীয় পক্ষ মৃত আব্দুল গনি মন্ডলের নামে এই জমি রেকর্ড হয় এতে দুই পরিবার থেকেই কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং আদালতের রায় বের হওয়ার পরে এই জমিতে আমাদের যাওয়ার কথা ছিল।

গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে মৃত গনি মণ্ডলের ছেলে আব্দুর রহিম ও বশির আলী ভোগাইল বগাদি গ্রামের গাং পাড়ার মৃত শমসের আলীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম, আইয়ুব আলীর ছেলে আরিফুল ইসলাম, রোড পাড়ার মৃত মোকছেদ আলীর ছেলে মোকাদ্দেস হোসেন, ভাঙতে পাড়ার মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে আশরাফুল আলম মঞ্জিল, মৃত আবদুল গনির ছেলে আব্দুর রহিম, বশির আলী, নজিম উদ্দিন, মৃত আব্দুল এর ছেলে রকিবুল ইসলাম, জহির উদ্দিনের ছেলে টোকন হোসেন, বিশুর ছেলে মনোয়ার হোসেন, রেজালের ছেলে বোরহান আলী, পার্শ্ববর্তী শালিকা গ্রামের ছেলে মহিবুল ইসলাম, ও অনুপ নগর গ্রামের রেজাল হক সহ অজ্ঞাত দের ভাড়া করে এনে আমাদের পান বরজ কেটে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার পান তসরুপ করে দিয়েছে।

এ বিষয়ে পানচাষী মৃত নবীরউদ্দীন মণ্ডলের ছেলে মিনাল হোসেন বলেন, আমি এই জমি লিজ নিয়ে ১০ কাঠা জমিতে পান চাষ করেছি আমার পান বরজ কেটে তসরুপাত করে দিয়েছে, নবীর উদ্দীন মণ্ডলের ছেলে মহিবুল ইসলাম

বলেন, আমি ঋণ নিয়ে ১০ কাঠা জমি লিজ নিয়ে পান চাষ করছি। পান বরজই আমার একমাত্র সম্বল ছিল, সেটা আজকে কেটে সাবাড় করে দিয়েছে এখন আমার সংসার চালানোর জন্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

এদিকে, মৃত পান্না হোসেনের ছেলে কলেজ ছাত্র মামুনুর রশীদ জানান, এখানে আমার লিজ নেওয়া ১০ কাঠা জমিতে পান চাষ করেছিলাম, এই বরজ থেকে পান বিক্রয় করে আমি সংসার চালায় ও আমার লেখাপড়ার খরজ চালাই, এখন আমি ছাত্র আমি তো অন্য কোন পেশায় জড়াতে পারি নি। আজ আমার পান খেত তারা কেটে দিয়েছে, কিভাবে আমি আমার সংসার চালাবো? আর লেখাপড়ার খরচ চালাবো, আমাকে সর্বহারা হয়ে পথে বসতে হবে।

মৃত বনমালীর ছেলে বলেন, এখানে আমার লিজ নেওয়া ৮ কাঠা জমিতে আমি পান চাষ করছিলাম, অভাবের সংসারে এর বেশি আমি পান চাষ করতে পারিনি, এক বেলা খেলে আরেক বেলা নিজের পান বরজে কাজ করে খায়, আজ আমার সেই সম্বল টুকুও কেটে ভেঙ্গে সাবাড় করে দিয়েছে। এখন আমি কি করব? আমি বলেছিলাম জমি যাদের হবে আমরা তাদেরকে লিজ দিয়ে দিব আমাদের পান বরজ কেউ যেন না ভঙ্গে।

মৃত আলী হোসেনের ছেলে তোসার আলী বলেন, এখানে আমার ৬ কাঠা জমিতে পান চাষ ছিল বর্তমান বাজারে আমি পান বিক্রি করতাম ১০০-২২০ দরে। আমার পান বরজ কেটে সাবাড় করে দিয়েছে এখন আমি কি করতে পারি, সে আল্লার কাছে বিচার চায়।
মনসুর আলীর ছেলে কুতুব উদ্দিন বলেন, আমি লোকের জোন খেটে খায় এখানে আমার ৬ কাঠা জমিতে পান বরজ করেছিলাম, সেই শেষ সম্বল টুকুও তারা ভেঙ্গে সাবাড় করে দিয়েছে, আমি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে ন্যায় বিচার চাই।

জুব্বার মণ্ডলের ছেলে আব্দুল খালেক বলেন, এখানে আমার পৈতৃক সম্পত্তি ১০ কাঠা জমিতে পান বরজ ছিল, যা আমি পান বিক্রি করতাম ১৫০ থেকে ২০০ শত টাকা পোন মূল্যে। কিন্তু আজ আমার পান বরজ কেটে সাবাড় করে দিয়েছে, কিছু ভাড়াটে লোকজন আমাদের এই জমি গ্রামের গনির নামে রেকর্ড করে দিয়েছে। এ বিষয়ে কোটে মামলা চলছে। কিন্তু বিভিন্ন গ্রাম থেকে ও আমাদের নিজ গ্রামের লোকজন এসে আমাদের পান বরজ কেটে তছনছ করে দিয়েছে, আমরা এর বিচার চাই।

এদিকে মৃত আব্দুলের ছেলে রকিবুল ইসলাম এর সাথে কথা বললে তিনি বলেন, আমি কোন পান ক্ষেত কাটতে যায়নি আমাকে মৃত আবদুল গনির ছেলে আব্দুর রহিম ডেকেছিল যে আমরা পান বরজ কেটে দিচ্ছি তুমি এসে নিয়ে

যাও, তাই আমি টাকা নেওয়ার জন্য সেখানে গিয়ে ছিলাম।

মৃত আইয়ুব আলীর ছেলে আরিফুল ইসলাম বলেন, আমি গরিব মানুষ আমি জোন খেটে আমার সংসার চালায় গতকাল রাতে এসে গনি মণ্ডলের ছেলে আব্দুর রহিম আমাদের জোন হিসেবে নিয়ে যায় এবং তিনি বলেন, শুক্রবার সকালে আমার পান বরজ ভাঙতে হবে তাই আমরা কয়েকজন তার পান বরজ ভাঙ্গার জন্য গিয়েছিলাম। এবং পরে আমরা দেখি সেখানে গোলযোগ হবার সম্ভাবনা আছে এবং আমরা সেখান থেকে একসাথে যে কয়জন কাজ করছিলাম সবাই চলে এসেছি ।

এদিকে জিন্নাত আলীর ছেলে ইউনুস আলী বলেন, আমি আজ সকালে আসমানখালী বাজার থেকে পান বিক্রয় করে বাড়ি আসার সময় সোহাগ মোড়ে আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আমার গলায় রাম দা ধরে মৃত মোকছেদ আলীর ছেলে মোকাদ্দেস হোসেন ও মৃত শমসের আলীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম বলে তুই যেন ওই পানবরজের জমির পাশে যাবিনা, তোকে ওই জমির পাশে পেলে জবাই করে ফেলবো।

এ বিষয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান, তিনি বলেন, এই জমি নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধ চলছে এবং কোর্টে মামলা করা রয়েছে, আপনারা কোর্ট থেকে আপোষ মীমাংসা করে আসেন, কোর্ট যাকে রায় দেবে সেই ব্যক্তি জমির কাছে যাবেন, এর আগ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ওই জমি দাবি করে জমিতে যেতে পারবে না।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে প্রকৃত চাষীর কার্ড নকল করে ধান ক্রয়

গাংনীতে চলতি মৌসুমে আভ্যন্তরীণ আমন ধান ক্রয়ের ধান চাষীদের লটারী ড্র সুষ্ঠুভাবে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলেও ধান ক্রয়ে চলছে ছলচাতুরি। একজন লটারী ধারীর কার্ড নকল নামধাম বসিয়ে গুদামে ধান ক্রয় করার অভিযোগ উঠেছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]?

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গোয়া এলাকায় অভিষেকের সঙ্গে সৈকতে হাঁটতে দেখা গেছে তাকে।

ওই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই ভক্তদের অনেকেই ঐশ্বরিয়াকে গর্ভবতী ভাবতে শুরু করেন।

বলিউড লাইফের সঙ্গে আলাপকালে একজন প্রত্যক্ষদর্শী অবশ্য এই গুঞ্জনকে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, ভুল দিক থেকে ছবি তোলাতেই ঐশ্বরিয়াকে ওই দিন গর্ভবতী মনে হচ্ছিল। তবে এই দম্পতি মোটেই দ্বিতীয় সন্তানের প্রত্যাশায় নেই।

সুত্র-যুগান্তর

শুরুতেই দুই টপ অর্ডারকে হারিয়ে চাপের মুখে পাকিস্তান

ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই পাকিস্তান সেরা ব্যাটসম্যান বাবর আজমকে সাজঘরে ফেরান শফিউল ইসলাম। শুরুর ধাক্কা সামলিয়ে ওঠার আগেই পাকিস্তান শিবিরে দ্বিতীয় আঘাত হানেন মোস্তাফিজুর রহমান।

দলীয় শূন্য রানে ফেরেন বাবর আজম। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ইনিংস শুরু করেন মোহাম্মদ হাফিজ। জাতীয় দলের সাবেক এ অধিনায়ককে প্যাভিলিয়নে ফেরান কাটার মাস্টার মোস্তাফিজ। ৫ ওভারে দলীয় ৩৫ রানে ফেরেন হাফিজ।

বাংলাদেশ ১৪১/৫

শুরুটা ছিল মন্থর। মাঝপথে কেউ রানের গতি বাড়াতে পারেননি। শেষদিকেও কোনো ব্যাটসম্যান ঝড় তুলতে পারলেন না। ফলে ফাইটিং স্কোরও পেল না বাংলাদেশ। তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটিতে পাকিস্তানকে ১৪২ রানের লক্ষ্য দিয়েছে তারা।

শুক্রবার লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সফরকারী অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামেন তামিম ইকবাল ও মোহাম্মদ নাঈম

শেখ। শুরুটা সাবধানী করেন তারা। উদ্বোধনী জুটিতেই তুলে ফেলেন ৫০ রান। তবে রান তোলার গতিটা ছিল মন্থর। সেটা বাড়াতে গিয়েই দলীয় ৭১ রানে রানআউটে কাটা পড়েন তামিম। ফেরার আগে ৩৪ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৩৯ রান করেন তিনি।

স্লো-গতিতে রান ওঠায় ব্যাটিংঅর্ডারে পরিবর্তন এনে লিটন দাসকে ওয়ানডাউনে নামানো হয়। তাকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন নাঈম। তবে সতীর্থকে বেশিক্ষণ সঙ্গ দিতে পারেননি লিটন। রানের চাকা দ্রুতগতিতে ঘোরাতে পারেননি তিনি। খানিক পরই রানআউটে ফিনিশি হন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান।

এ পরিস্থিতিতেও খোলসবন্দি থাকেন নাঈম। তা থেকে বের হতে গিয়ে শাদাব খানের শিকারে পরিণত হন তিনি। ফেরার আগে ৪১ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় ৪৩ রান করেন বাঁহাতি ওপেনার। পরে আফিফ হোসেনকে নিয়ে রান বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালান মাহমুদউল্লাহ। তবে ব্যর্থ হন আফিফ। অভিষিক্ত হারিস রউফের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে প্রথম উইকেট হয়ে ফেরেন তিনি।

তার পর ক্রিজে আসেন সৌম্য সরকার। কিন্তু ঝড় তুলতে পারেননি তিনিও। শাহীন আফ্রিদির শিকার হয়ে বিদায় নেন বাঁহাতি ব্যাটার। শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেটে ১৪১ রান করে বাংলাদেশ। মাহমুদউল্লাহ ১৯ রান নিয়ে অপরাজিত থাকেন। আর ৫ রান নিয়ে আনবিটেন থাকেন মোহাম্মদ মিঠুন।

দীর্ঘ প্রায় এক যুগ পর পাকিস্তানের মাটিতে সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ। তিন ধাপে অনুষ্ঠিত হবে এটি। প্রথম ধাপে এদিন থেকে শুরু হলো টি-টোয়েন্টি সিরিজ। একই ভেন্যুতে ২৫ ও ২৭ জানুয়ারি গড়াবে সিরিজের বাকি দুটি টি-টোয়েন্টি। সিরিজ শেষে আগামী ২৮ জানুয়ারি দেশে ফিরবে টিম বাংলাদেশ।

সুত্র-যুগান্তর

‘নিরাপদ জুতা’ প্রতিরোধ করবে ধর্ষণ

বর্তমান সময়ে নারী স্বাধীনতার দুয়ার অনেকাংশে খুললেও নিরাপত্তার দিক থেকে উদ্বিগ্ন পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

বিশ্বজুড়েই নারী নিপীড়নের মাত্রা বেড়েছে। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে নারীদের ওপর যৌন হেনস্তার মাত্রা চরমে পৌঁছেছে।

এমন পরিস্থিতিতে দেশটির নারীদের সুরক্ষায় এক ‘অভিনব জুতা’ উদ্ভাবন করলেন বাপ্পা রায় নামে ভারতের রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মী। খবর: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের

ওই জুতা পরলে যে কোনো বিপদ থেকে নিজেকে সুরক্ষা করতে পারবেন নারীরা। হঠাৎআক্রমণকারীকে প্রতিহতও করতে পারবেন।

উদ্ভাবক রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের কর্মী বাপ্পা রায়ের দাবি, এ জুতা পরলে ইভটিজিং, অপহরণ আর আক্রমণের মতো বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন নারীরা। অপহৃত হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে স্থানীয় নিরাপত্তা রক্ষা বাহিনীকে তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। বৈদ্যুতিক শখ দিয়ে আক্রমণকারীকে ধাক্কা দিতে পারবে।

বাপ্পা রায় এ জুতার নাম দিয়েছেন – ‘সেফটি সু’।

তিনি বলেন, এই সেফটি সুতে রয়েছে বিশেষ কিছু টেকনোলজি। এখানে জিপিএস সিস্টেম জুড়ে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সহজেই লোকেশন ট্র্যাকিং করা যাবে। এতে থাকবে ৬০০ ভোল্টের এসি কারেন্ট। এই বৈদ্যুতিক ক্ষমতা দিয়ে অনায়াসে আক্রমণকারীকে কুপোকাত করা যাবে। এ ছাড়া জুতায় এক ধরনের সেন্সর লাগানো থাকবে, যা রাস্তায় চলার সময় কোনো বাধাবিপত্তি থাকলে বিশেষ সিগন্যাল দেবে।

এ সেফটি জুতা খুব শিগরির ভারতের বাজারে আসছে বলে জানিয়েছেন বাপ্পা রায়।

সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান টাইমসকে তিনি বলেন, সমসাময়িক পরিস্থিতিতে নারীদের জন্য এটি খুবই কার্যকরী জুতা। এর দামও হাতের নাগালেই থাকবে।

তিনি বলেন, এর ভেতরে যে সার্কিটটি রয়েছে তা তৈরিতে খরচ হয়েছে মাত্র ১৪০ টাকা। সার্কিটের ভেতরে রয়েছে ডায়োড, ট্রানজিস্টর, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি। এর ভেতরের লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জের জন্য আলাদা সময় নিতে হবে না। হাঁটতে হাঁটতেই ব্যাটারি চার্জ হবে।

সাড়া ফেললে পরে এই সেফটি সুতে চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন ফিচার যোগ করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান আবিষ্কারক বাপ্পা রায়।

জানা গেছে, শিগগিরই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিআরডিও সেন্টারে এই অভিনব জুতার মোড়ক উন্মোচন করা হবে।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন – ঝিনাইদহে ২৫ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে জাতীয় নজরুল সম্মেলন

তরুণীকে ধর্ষণ করে যুবক কারাগারে

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ। ভুক্তভোগী তরুণীকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নাঙ্গলকোট থানায় সেই তরুণী লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ বুধবার রাতে অভিযুক্ত ধর্ষক উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নের আজিয়াপাড়া তেতৈয়া গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে মো. শাহিনকে (৩০) আটক করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শাহিন গ্রামে মুদি মালের ব্যবসা করে। সম্প্রতি তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। পরে পাশ্ববর্তী বাড়ির স্বামী পরিত্যক্তা ওই তরুণীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। মঙ্গলবার রাতে নির্জন স্থানে তাকে কথা বলার জন্য ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে। এসময় তরুণীর চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে আসলে ধর্ষক পালিয়ে যায়।

নাঙ্গলকোট থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বখতিয়ার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, অভিযুক্তকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ধর্ষিতা তরুণীর মেডিকেল রিপোর্ট পাওয়ার পর মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মিজানুর রহমান আজহারী ও তারেক মনোয়ারের ওয়াজ নিয়ে সংসদে উথাপন

“ঘরে ঘরে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বেরিয়ে আসবে। শুধু তাই না, একজন বলছে, এখন আর তীর ধনুকের যুগ না, এখন একে ফোরটি সেভেনের যুগ। এটি প্রচ্ছন্ন নয়, প্রকাশ্যে হুমকি। এতে মনে হয়, জামায়াত-শিবির-রাজাকার তৎপর হয়ে গেছে।”

সম্প্রতি মিজানুর রহমান আজহারী ও তারেক মনোয়ার যুদ্ধাপরাধী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষ নিয়ে ওয়াজ মাহফিলে এ ধরণের বক্তব্য দেওয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে জাতীয় সংসদে।

বিষয়টি উত্থাপন করেছেন সংসদ সদস্য ও সাংবাদিক নেতা মো.শফিকুর রহমান। তার বক্তব্যের শেষে সভাপতির চেয়ারে বসা ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া বলেন, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আসছে এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে শফিকুর রহমান বিষয়টি উত্থাপন করেন।

তিনি বলেন, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রাজাকার ছিলেন। প্রকাশ্য আদালতে তার বিচার হয়েছে, বিচারে তার শাস্তি হয়েছে। এখন কিছু লোক একজনের নাম মিজান আরেক জনের নাম মনোয়ার। তারা বলছেন ঘরে ঘরে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বেরিয়ে আসবে। শুধু তাই না, একজন বলছে, এখন আর তীর ধনুকের যুগ না, এখন একে ফোরটি সেভেনের যুগ। এটি

প্রচ্ছন্ন নয়, প্রকাশ্যে হুমকি। এতে মনে হয়, জামায়াত-শিবির-রাজাকার তৎপর হয়ে গেছে।

শফিকুর রহমান বলেন, জামায়াত-শিবিরের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়ে যায়, বিল্ডিং হয়ে যায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধাদের নামের প্রতিষ্ঠান হয় না। আমার বুন্ধ শহীদ জাবেদের নামে হাইস্কুল আছে, সেই স্কুলে বিল্ডিং হয়নি।

জিয়াউর রহমানের শহীদ বিতর্ক নিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, জিয়া কোথায় যুদ্ধ করেছে? একটা জায়গা দেখাক। শুধু ষড়যন্ত্র করেছে মোস্তাকের নেতৃত্বে। শেষের দিকে মুজিবনগর সরকারের কাছে ষড়যন্ত্র ধরা পরলে মোস্তাককে মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। আর জিয়াউর রহমানকে ইনঅ্যাকটিভ করে রেখেছিলেন, এটিই হচ্ছে বাংলাদেশের সত্যিকার ইতিহাস।

সূত্র: যুগান্তর

আরো পড়ুন:ঝিনাইদহে ইসলাম ধর্ম নিয়ে ফেসবুকে কটুক্তির ঘটনায় স্কুল শিক্ষক আটক

মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিদায়

মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-ছাত্রীদের সেশন ২০১৬-১৭ প্রথম ব্যাচ ২০২০ এর বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জিএম প্রকৌশলী নূর মোহাম্মদ, এজিএম (এম এস) মো: ফরহাদ হোসেন,সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফয়েজুল বারী, শিক্ষক শেখ ফরিদ আহম্মেদ, ডিপার্টমেন্ট প্রধান নূরননবী, আব্দুল কাদের, মো:আলমগীর হোসেন,জীবন,আক্তারুজামান,মোনারুল ইসলাম, নিবাশ চন্দ্র দাশ, মীর মোক্তার হোসেন, রাশেদুর জাম্মান, জাহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সকল ছাত্র-ছাত্রী কে ফুল দিয়ে বরণ করা হয় কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মেপ্র/ইএম